কুলতলি ড.বি.আর আম্বেদকর কলেজ

' বাংলা বিভাগ'– এর ছাত্র –ছাত্রী কর্তৃক প্রকাশিত

বার্ষিকসাহিত্য পত্রিকা "প্রথম আলো"(এপ্রিল-২০১৮ থেকে মার্চ-২০১৯)

বিষয় : 'স্ব–চিন্তা'

মনীষী চিত্র: বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথনাথ ঠাকুর।

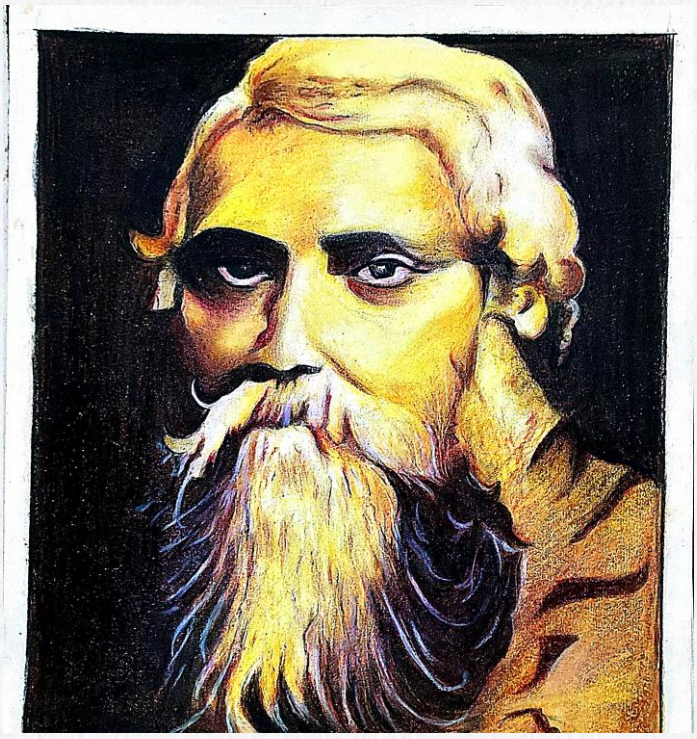

(জন্ম: ২৫শে বৈশাখ,১৮৬১সাল ;মৃত্যু ২২শে শ্রাবণ ১৯৪১)

শিল্পীদেবীকা হালদার (পঞ্চম সেমিস্টার, বাংলা অর্নাস)

স্বরচিত প্রবন্ধ :

শিরোনামঃ ভালোবাসার আত্মবিশ্বাস

অজয় মন্ডল(তৃতীয় সেমিস্টার, বাংলা অর্নাস)

যেদিন আমি এই পৃথিবীতে জন্মেছিলাম সেদিন থেকেই তুমি আমাকে ঘৃণা না করে নিঃস্বার্থ স্নেহ -ভালোবাসা আর দায়িত্বশীলতার শৃঙ্খলে বেঁধে আমাকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন, জীবনকে নিরাপদ ও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে। আমাকে তুমি আদর করে নাম দিয়েছিলেন রবীন। তোমার মনের মধ্যে ছিল গভীর ভালোবাসার অন্তরের টান। সন্তানকে স্বনির্ভর ও প্রকৃত মানুষ করার সাধনাই জীবনের প্রধান লক্ষ্য করে
তুলে নিয়েছিলেন। সদ্য জন্মনেওয়া সন্তানকে বুকে নেওয়া যে সুখ তা এই পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরতম ও ভালোবাসার প্রতীক। সন্তানের মুখে হাসি দেখার পর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখী মানুষ ও হন তিনি। প্রত্যেক বাবা তার সন্তানের সুখেই তার সুখ বলে মনে করেন। প্রতিটি সন্তান তার বাবার হাত ধরেই পৃথিবীর সবকিছুই জানতে ও বুঝতে শেখে। তাই প্রতিটি সন্তান তার বাবার হাত ধরেই পড়াশোনার প্রথম হাতেখড়ি হয় এবং তিনি পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠেন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমিও ধীরে ধীরে বড়ো হতে লাগলাম। বাবাকে অন্তর থেকে এতটাই ভালবাসতাম যে ওনাকেই ছাড়া আমি এক মুহূর্ত কাটাতে পারতাম না। তার সত্বেও আমি গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করে, বাবার স্বপ্ন পূরণের জন্য আমি শহরে পড়তে গেলাম। পড়াশোনা শেষ হতেই আমি একটি সরকারি চাকুরী পেয়ে গেলাম। কিছুদিনের মধ্যেই বাবার ইচ্ছা মতো আমার পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করলাম। এই ভাবে বেশ কিছু দিন কেটে যায়, আমরাও সবাই সুখী ও ছিলাম। আমার পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচজনকে; বাবা-মা,বোন ,আমি আর আমার স্ত্রী। তবে আমি বাড়িতে ফিরে আসতাম সপ্তাহে সপ্তাহে।

জানিনা, হঠাৎ করেই অজানা ঝড়ে কীভাবে পরিবারের মধ্যেই অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে তা আচমকা সব ঝড়ের মতো সবকিছু তছনছ করে দিয়ে গেল। পরিবারের মধ্যেই অশান্তির সৃষ্টি হলো, কয়েকদিন কাটার পর স্ত্রী আচরণের আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। অবশেষে আমি এই অশান্তি সহ্য করতে না পেরে পরিবারের মধ্যেই শান্তি ফিরিয়ে আনতে স্ত্রীকে নিয়ে চলে এলাম শহরে। আমি আমার আশ্রয়স্থল হিসেবে বেঁচে থাকার অবলম্বন কে ছেড়ে যেতে বাধ্য হলাম। কেবলমাত্র বাবাকে এই অশান্তি থেকে নিষ্কাশন করতে, যাতে তিনি আগের মতো সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে ওঠে। আমি বাবাকে কিছু না বলে বাড়ি ছেড়ে চলে এলাম শহরে।

এভাবেই, বেশ কিছুদিন কেটে যেতে লাগলো, তবে নানা ধরনের সুবিধা ও অসুবিধার মধ্যে দিয়ে। তবে বাবাকে ছেড়ে আসার যে যন্ত্রণাটা আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম এবং আমার জীবনটা ও কষ্টের মধ্যে দিয়েই কাটছিল। বাবা মানেই আমার কাছে ছিল আপনজন, নির্ভরতা, প্রখর রোদের শীতল ছায়া দেওয়ার উঁচু

বটবৃক্ষ আর অন্ধকার পথের দিশা। প্রত্যেক পিতা তার সন্তানকে অনেক আদর- একটু শাসন -আশ্রয়- প্রশ্রয়ের মধ্য দিয়েই বুকের মধ্যে সস্নেহে আগলে রাখে পরম ধনকে। বাবা আমাকে সব সময় সুখী দেখতে চেয়েছিলেন। তবুও আমি বাবাকে ছাড়া বাঁচাটা যেন অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমি অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার ভয়ে আমি বাবাকে আনতে পারছিলামনা। আমি আমার আশ্রয়স্থল হিসাবে বেঁচে থাকার অবলম্বন, আমার আবদারের এক অফুরন্ত ভান্ডারের কাছে ছুটে চলে যাই।

বাবাকে ছাড়া বেঁচে থাকাটা কষ্টকর হয়ে উঠেছে, ঠিক তেমনি আমি যাকে সারা জীবনের দায়িত্ব নিয়ে ঘরে এনেছিলাম তাকেও ছাড়তে পারছিনা। বাবা আমাকে এতটাই ভালবেসেছেন যে ওনার স্নেহের জন্যই আমি ভুলতে পারছিনা। বাবা আমার কাছে সারা দুনিয়ার সমান, তাই আমি বাবার কাছে যে কোন উপায়ে ফিরে যেতে হবেই। উনি আমার সব দোষ ক্ষমা করে দেবেন।

এভাবেই বেশ কয়েক বছর কেটে গেল, বাবা সন্তানের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন। সমস্ত বাবারাই সন্তানের সুখের জন্যই সবকিছুই ত্যাগ স্বীকারের মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পান। পৃথিবীতে সবকিছু বদলে যায় কিন্তু বদলায় না বাবার স্নেহ- ভালোবাসা। তিনি এই বিশ্বাস নিয়ে অপেক্ষা করে আছে যে কোন একদিন তার সন্তান তার ভালোবাসার অন্তরের টানে ফিরে আসবে। তিনি এতটাই আত্মবিশ্বাস নিয়ে আজও অপেক্ষায় রয়েছেন। সেজন্য আমি আমার ভালোবাসার আত্মবিশ্বাস নিয়ে আজও অপেক্ষায় আছি, সি একদিন আমার কাছে ফিরে আসবেই।।

যেদিন আমি বাড়ি ফিরলাম সেই সময়ই জানতে পারলাম যে বাবা আর

ইহলোকে নেই, তিনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন। কেবলমাত্র আমারই জন্যই তিনি আমার উপর অভিমান করে চলে গেলেন। কারণ বছরের পর বছর যাওয়ার পর সন্তান যখন বাড়িতে ফিরলো না, তখন স্নেহময়ী পিতা দুঃখে ব্যথিত হয়ে পড়ে। এমত অবস্থায় তিনি ধীরে ধীরে শারীরিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সন্তানকে একবার দেখার কামনা নিয়ে অপেক্ষা করতে করতে একেবারে মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছে গেলেন। অবশেষে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। অপরদিকে আমার স্ত্রী যখন ভুল বুঝতে পেরেছে তখনই আমি ওকে নিয়ে বাড়িতে ফিরলাম।যখন আমি ফিরে এলাম তখনি আমি বুঝতে পারলাম যে উনি আর বেঁচে নেই। এরকম পরিস্থিতি দেখে আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। শেষমেষ বোন ও গ্রামের মানুষদের কাছে আমি জানতে পারলাম যে বাবা আমার শোকেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। আমি এও বুঝতে পারলাম যে তিনি আমার ফিরে না আসার কারণে শোকাহত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেছেন। বাবা আমাকে এভাবে ছেড়ে যাওয়ার জন্য আমি নিজেকে

অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। বাবা তুমি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দাও, না হলে আমাকে সারাজীবন ধরে এই বয়ে বেড়াতে হবে। কিন্তু "তুমি যেখানে থাকো ভালো থেকো; আমি তোমার আদর্শ ও ভালোবাসাকে আশীর্বাদ রূপে নিয়ে তোমার চিতার আগুন ছুঁয়ে শপথ করছি যে, আমি তোমার যোগ্য সন্তান হয়ে উঠবোই।"

****

স্বরচিত কবিতা:

"ত্রিলোকপতি"

আবু বাশার মোল্লা(তৃতীয় সেমিস্টার, বাংলা অর্নাস)

সৃষ্টি,স্থিতি, বিনাশকারী

পরম দয়াল প্রভু হরি।
তব আকুল চরণে রেখো

ওহে মধুসূদন,পতিতপাবন।

তোমার দয়াতে এসেছি জগতে

পেয়েছি পতা-মাতার মতো সজন।

সৎ ভাবে জীবন যাপনে
আশিস দাও হে সত্যনারায়ণ।
পিতা মাতা আর প্রভু ছাড়া
ত্রিভুবনে আছে কে আপন।
কৃপা করে একবার
স্বরূপে দাও প্রভু দরোশন।
ত্রিভুবনের পালন কর্তা
ত্রিলোকপতির মহিমা অপার।
তাইতো প্রভুর চরণ পেতে
ব্যাকুল সকল ভক্ত অধম।

ঈশ্বর, আল্লাহ,ভগবান তিনি

একই দেহে হন ভিন্ন।
আমরা সবাই মানব সন্তান
তাহার কাছে জাতিতে অভিন্ন।

পুরান,কোরান, বাইবেল আজি

সবই জ্ঞনের আধার।
মানুষের মানবিকতায় জগতে
ধর্ম গ্রন্থ গুলির অপার অবদান।

****

–

"পৃথিবীর কান্না"

জাকারিয়া লস্কর(তৃতীয় সেমিস্টার, বাংলা অর্নাস)

এই বিশাল পৃথিবীর উপর বেড়ে চলেছে

দিনের পর দিন সন্ত্রাস,

এই নিঝুম পৃথিবী একলা জেগে থাকে
হৃদয় ভরে যন্ত্রনার কাতরতা নিয়ে।

বোমা, বন্দুক, গুলি সাহায্য করেছে

পৃথিবীর কিছু অংশ দখলে,

দুঃখ, কষ্ট, বেদনায় ভরিয়ে দিয়েছে হৃদয়

পৃথিবীকে ধুয়ে দিয়েছে রক্তের স্রোতে।

একলা পৃথিবীকে কেউ দেখে না চেয়ে

ভেঙেছে হৃদয় পৃথিবীর, স্বার্থপরতা দেখে

গোটা বিশ্ব সন্ত্রাসে আজ বিদ্ধস্ত
ব্যাথায় ব্যতিত হয়ে ভেঙে পড়েছে আজ কান্নায় পৃথিবী।

****

মনীষী চিত্র: স্বামী বিবেকানন্দ।

(জন্ম: ১২ই জানুয়ারি১৮৬৩ সাল ; ৪ঠা জুলাই১৯০৮)

শিল্পী ভোলা সরদার (তৃতীয় সেমিস্টার, বাংলা অর্নাস)

স্বরচিত কবিতা:

" একটি জীবন্ত দর্শন"

রুবাইয়া গাজী(পঞ্চম সেমিস্টার, বাংলা অর্নাস)

অখণ্ড ভারত মায়ের কামাল করা দামাল ছেলে

রক্তের আহ্বানে, হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিলে ডাক;

শক্তিশালী প্রতিপক্ষ বাহিনীকে হারানোর জন্য

তুমি তৈরি করেছিলে ভয়ডরহীনতা ও অপরাজেয় বাহিনী।

সত্যর মধ্যে দিয়ে করেছিলে সবাইকে নায়কোচিত কর্মদ্যোমে উদ্‌ধুদ্ধ

আনুগত্য, দায়িত্ব ও বলিদান- তিনটি আদর্শকে হৃদয়ের অন্তরে করেছিলে জাগ্রত।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জাতীয়তাবোধ, সঠিক বিচার ও ন্যায়ের আদর্শেই

সমগ্র ভারতকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলে তুমি;

কিন্তু রাজনৈতিক দরকষাকষি বর্তমান অবস্থাকে বুঝতে দেয় না

তাই ইতিহাসে আজও পর্যন্ত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

হৃদয়ের অন্তরে আত্মবলিদানে আকাঙ্খাকে জাগিয়ে তুলতে হবে

স্মরণ করতে হবে অন্তরাত্মাকে, কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয়।

অন্যায়, অবিচার ও গুরুতর অপরাধের সঙ্গে সমঝোতা করতে শেখায়

স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখতে কখনো হারিও না।

ভুলে যেওনা,রক্ত দিয়ে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করাটা আমাদের কর্তব্য

ছিনিয়ে নিতে হবে,কেউ দেবে না স্বাধীনতা।

বিশ্বে এমন কোনো শক্তি নেই,যা পরাধীনতার শৃঙ্খলে বেঁধে রাখতে পারে

আত্মত্যাগ ও বলিদানের মধ্যে দিয়ে রক্ষা করতে হবে স্বাবলম্বীয়তা।

তুমি মানে, মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনার আদর্শে সাবলীল করা

তুমি মানে, সমগ্র বিশ্বের মানুষের কাছে একটা জীবন্ত দর্শন

********** সমাপ্ত **********